Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ এপ্রিল , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৫ এপ্রিল,২০১৬, সোমবার, ১২ বৈশাখ,১৪২৩

বুথ রক্ষা করে শহিদ হলেন সেখ ফজল হক ও দুখীরাম ডাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ এপ্রিল, বর্ধমান : পরাজয়ের আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আক্রমণ নামিয়ে আনলো তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। ২১ এপ্রিল খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে লোধনা গ্রামে শাসক দলের ভোট লুটেরারা ছাপ্পা ভোট দিয়ে ভোট লুট করতে চেয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করে ভোট লুট রুখে দিয়েছিলো সেখ ফজল হক, দুখীরাম ডাল -এর নেতৃত্বে গ্রামের মানুষ। ভোট লুট করতে না পারার হতাশা থেকেই রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে তাঁদের খুন করে। এই খুনের সাথে পুলিশের যোগসাজশের অভিযোগ করেছেন গ্রামের মানুষ। শহিদ দুখীরাম ডালের ভাই বংশী ডাল অভিযোগ করেন যেখানে খুন হয়, সেখান থেকে মাত্র দুশো মিটারের মধ্যে লোধনা শিবতলা মোড়ে থানার ওসি-র উপস্থিতিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। খুনিদের না ধরে পুলিশ ও ওসি খুন হয়ে যাওয়া পরিবারের উপর অত্যাচার করেছেন। পাঁচ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ।

লোধনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০৭ ও ১০৮ নম্বর বুথে দিনভর লুটের চেষ্টা হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু গরিব মানুষ সতর্ক ছিল। সেখ ফজল হক ১০৭ নম্বর বুথে খণ্ডঘোষ বিধানসভার সি পি আই(এম) প্রার্থী অসীমা রায়ের এজেন্ট ছিলেন। ১০৮ নম্বর বুথের এজেন্ট ছিলেন দুখীরাম ডাল ও তাঁর ছেলে বিজয় ডাল।

দুখীরাম ডাল

সেখ ফজল হক

ছাপ্পা ভোট দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তৃণমূলের প্রার্থী নবীন বাগের নেতৃত্বে সামসুল আলম(শান্ত) সহ একাধিক দুষ্কৃতী ভোটবাক্স সিল করে বাড়ি ফেরার সময় এই দু'জনকে আক্রমণ করে। প্রথমে বোমা মারে, বোমার আঘাতে মাটিতে পড়ে যায় সেখ ফজল হক। তারপরই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা সেখ ফজল হক ও দুখীরাম ডালকে টাঙ্গি বল্লম ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। নৃশংসতা কতটা তা শরীরে আঘাত দেখলেই বোঝা যায়। টাঙ্গি দিয়ে পা, হাতের পায়ের আঙুল মাথার আঘাত করা হয়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সেখ ফজল হকের ছেলে। তাঁকেও আক্রমণ করা হয়। তিনি ছুটে পালিয়ে বেঁচেছেন। সাথে সাথে পুলিশকে খেবর দেওয়া হলেও ২০০ মিটারের মধ্যে খণ্ডঘোষ থানার ওসি বাহিনী নিয়ে থাকা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে

—এরপর তিনের পাতায়

তৃণমূলি হিংসার রাজনীতি ও জোড়া খুনের প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ এপ্রিল, বর্ধমান : বিধানসভা নির্বাচনে বুথ আগলানো শহিদ দুখীরাম ডাল ও সেখ ফজলে হককে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা ও নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের তীব্র ধিক্কার জানান রাজ্যের মানুষ ২৪ এপ্রিল। সি পি আই(এম) এদিন রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছিল। এদিন বর্ধমান জেলায় সর্বত্রই মিছিল ও পথসভার মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়েছে। বর্ধমান শহরে এদিন কার্জনগেটের সামনে প্রতিবাদ জানাতে শামিল হন শহরের বাম ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। এই সভা থেকে খণ্ডেঘোষের লোধনা গ্রামে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত শহিদ সেখ ফজল হক ও দুখীরাম ডালকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বলেন, এই খুনের রাজনীতি প্রতিরোধ করেই রাজ্যের মানুষ গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবে। এ দিনের সভায় বক্তব্য রাখেন আইনুল হক, অতনু হুঁই। সভাপতিত্ব করেন তাপস সরকার। খুনের প্রতিবাদে এদিন গলসি, বুদবুদ, পারাজে মিছিল হয়েছে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সৈয়দ হোসেন, কমল সরকার, সাইদুল হক প্রমুখ। ভাতারে আমারুন, সাহেব গঞ্জ, ভাতার বাজার, ওড়গ্রাম, বলগোনাতে বড় প্রতিবাদ মিছিল হয়। জামালপুরে মিছিল হয়। মিছিলে ছিলেন পরেশ সাঁতরা, পুষ্প মিত্র ও রেখা শীল প্রমুখ। পানাগড়ের বিশাল মিছিলে ছিলেন বীরেশ মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়া কালনা, পূর্বস্থলী, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর, গুসকরা, বর্ধমান সদর, রায়না, খণ্ডঘোষ সহ কৃষি ও শিল্পাঞ্চলে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

মেমারিতে রাজ্যের তিন সি পি আই(এম) কর্মী খুনের প্রতিবাদে এক বিশাল ধিক্কার মিছিল মেমারি শহর পরিক্রমা করে চকদিঘি মোড়ে এসে শেষ হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার প্রমুখ।

ভয়কে জয় করে ভোটলুট রুখে দিলেন কৃষি অঞ্চলের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল : ভয়কে জয় করে যূথবদ্ধ মানুষ ভোট লুট রুখে দিলেন বর্ধমান জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রেই। ২১ এপ্রিল ছিল গণতন্ত্র রক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা। কোনো একটা কেন্দ্র নয়, এই জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রেই মানুষের জোট প্রথম ধাপেই কার্যত শাসকের রক্তচক্ষু, ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই লম্বা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে ভোট লুটের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছেন। দু-চারটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা তো সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতেই ঘটেছে। তবু বুক চিতিয়ে লড়াই করেই 'ছাপ্পা ভোট', 'ভোট লুট'-কে রুখতে সমর্থ হয়েছেন এই কৃষি অঞ্চলের মানুষ। বুথ স্তরে পোলিং এজেন্টেরা আহত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, তবুও বুথ ছেড়ে যাননি। হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের সামনে মাথা নোয়াননি। গড়ে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশের মতো।

সকাল থেকে বুথে বুথে ছিলো লম্বা লাইন। বেলা ১২টার পর বুথগুলি কিছুটা ফাঁকা। এই প্রবণতা মূলত দুটি কারণে।

প্রথমত চড়া রোদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা আর দ্বিতীয়, নিজের ভোটটি যাতে লুট না হয়ে যায় সেই জন্য সকাল সকাল ভোট দেওয়া।

বর্ধমান দক্ষিণ, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম, মেমারি, পূর্বস্থলী সহ একাধিক বিধানসভাতেই তৃণমূল সন্ত্রাস করে ভোট লুটের চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু হুমকি, বাধা উপেক্ষা করেই মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

বর্ধমান দক্ষিণেও এদিন তৃণমূল কংগ্রেস বাইরে থেকে দুষ্কৃতীদের এনে

—এরপর চারের পাতায়

তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত সি পি আই(এম) কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২০ এপ্রিল : ১৭ এপ্রিল দুপুর দেড়টা নাগাদ, ইস্পাতনগরীর আকবর রোডে নিজের বাড়িতে আক্রান্ত হলেন সি পি আই(এম) সমর্থক ধীরেন মন্ডল। ১০-১২ জনের এক দল সশস্ত্র তৃণমূলি দুষ্কৃতী বাইকে এসে ধীরেন মণ্ডল-এর বাড়িতে চড়াও হয় ও তাঁকে বাড়ির বাইরে টেনে নিয়ে এসে রাস্তার উপরে নৃশংসভাবে মারধোর করতে থাকে। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তিনি রাস্তায় উপরে পড়ে যান। বাড়ির লোকজনের চিৎকার শুনে, পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এলে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। খবর পেয়ে পার্টি কর্মীরা গুরুতর আহত ধীরেন মণ্ডলকে দ্রুত উদ্ধার করে ডি এস পি মেইন হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে গুরুতর আহত ধীরেন মণ্ডলের কাছে ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ নিয়ে গেছে বলে তাঁর আত্মীয়রা জানিয়েছেন। এদিকে খবর পেয়েই ডি এস পি মেইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ধীরেন মণ্ডলকে দেখতে পৌঁছান দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি আই(এম) নেতা সন্তোষ দেবরায় ও পার্টির অন্যান্য নেতৃত্ব।

সন্তোষ দেবরায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে, পুলিশকে অবিলম্ব

দুষ্কৃতীকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

নতুন চিঠি

২৫ এপ্রিল, ২০১৬

ওরা ভয় পেয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোট আজ ২৫ এপ্রিল শেষ হতে চলেছে। বাকি আরও দুই দফা। চতুর্থ দফার ভোট শেষ হলে ২১৬টি আসনের ভোটপর্ব সম্পন্ন হবে। মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে বাকি ৭৮টি আসনে ভোট হবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফায়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্বে যথাক্রমে ৫৩ ও ২৫টি আসনে ভোট হবে ৩০ এপ্রিল ও ৫ মে তারিখে। ফলাফল ১৯ মে।

ভোট যতই এগোচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ততই মরিয়া হয়ে উঠছে। নির্বাচন কমিশন যতই সুষ্ঠু ভোটের জন্য তৎপর হচ্ছে, ততই ক্রোধ বাড়ছে তৃণমূলের। ভোট লুটের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠছে। কিন্তু এবার মানুষও প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে। নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের তৃণমূল-আনুগত্যে কেমন যেন ফাটল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহলে কি ইনটেলিজেন্স রিপোর্টে তৃণমূলের পরাজয়ের কোনো ইঙ্গিত মিলেছে? ১৯ মে-র পরেই তা বোঝা যাবে। কিন্তু যেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তার পোষা দুষ্কৃতীরা ভয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কিছু অংশ একটু দমেও গেছে—ভবিষ্যতের কথা ভেবে আতংকিত হয়ে উঠেছে কি? জনগণের মধ্যে দুষ্কৃতীদের ভয় না পাবার একটা মনোভাবও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তৃণমূল সুপ্রিমো যতই ঘোষণা করুন জেতার নম্বরে তিনি পৌঁছে গেছেন, তাঁর হাবে-ভাবে বক্তৃতায়ও সংশয়ের ভাব প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে। জোটের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। পাঁচ বছরের শাসনকে দুঃশাসনে পরিণত করে তৃণমূল ক্রমশই যে তার গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। জোটের আত্মবিশ্বাসও বাড়ছে। মানুষ প্রতিরোধে নামছে। নির্বাচন কমিশন সক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে। তৃণমূল সুপ্রিমোর গলায় সুরও কেমন যেন এলোমেলো।

এইসব ঘটনা কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠার অপেক্ষায় এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

সি পি আই(এম) কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৩ এপ্রিল : সি পি আই(এম) সদস্য রবীন্দ্রনাথ ধানুর জীবনাবসান হয়। ২০ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমানের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন বেলা ১১টায় তাঁর মৃতদেহ আনা হয়। তাঁর বাসভবন মেমারি শ্রীদুর্গাপল্লীতে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০। তার স্ত্রী, একপুত্র, এক কন্যা বর্তমান। ধানু এলাকায় জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি কৃষকসভার সাথে যুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে গভীর শোকপ্রকাশ করেন ও পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান সি পি আই(এম) নেতা অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, দেবাশিষ ঘোষ, পীযূষ বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার প্রমুখ। তাঁর মরদেহে রক্ত পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধ জানানো হয়। মরদেহ নিয়ে পাড়ায় শোক মিছিল হয়।

নির্বাচনী হিংসা ও তিন সি পি আই(এম) কর্মী খুনের প্রতিবাদে মেমারিতে ধিক্কার মিছিলের ছবিটি তুলেছেন নুর আহমেদ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্রখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন-এর আসল নাম কী ছিল? তাঁর কবে জন্ম ও মৃত্যু ঘটে? তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিনে কোন ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে?
২. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে কারা বিদ্যাসাগর উপাধি দেয়? কবে?
৩. চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অনেক নেতা যুদ্ধ করে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। কবে?
৪. বিশ্ব পুস্তক ও কপিরাইট দিবস কবে পালিত হয়? এদিন জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেন এমন কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম কী কী?
৫. ফ্রান্সে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য গিলোটিনের ব্যবহার প্রথম কবে শুরু হয়?
৬. প্রথম সুয়েজখাল কাটা কবে শুরু হয়? কবে উদ্‌ঘাটন হয়?
৭. ভারতের দূরদর্শনে কবে থেকে রঙিন ছবি দেখানো শুরু হয়েছিল? কোন কোন ছায়াছবি সেদিন দেখানো হয়?
৮. বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস কবে? রাষ্ট্রসংঘ কোন সাল থেকে এই দিবস পালানের আহ্বান জানায়?
৯. ২০১৫ সালে নেপালের পোখরায় ভয়াবহ ভূমিকম্প কবে ঘটে? কত মানুষের মৃত্যু হয়?
১০. কোন কোন দেশ মিলিত হয়ে তানজানিয়া দেশ হয়? কবে ঘটেছিল?
১১. প্রখ্যাত ফুটবলার মারাদোনাকে মাদক সেবনের অপরাধে কবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল?
১২. ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসাবে সিকিমকে গণ্য করে কবে বিল পাশ হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু ভারতবাসীকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হতে বলা কেন?

হরিহর ভট্টাচার্য

১৮৭২ সালে কমিউনিস্ট ইস্তেহারের (১৮৪৮) জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেছিলেন, তাঁদের ঐ ইস্তেহারের সাধারণ নীতিগুলি ঠিকই ছিল (অর্থাৎ পুঁজিবাদের পরিবর্তনের বৈপ্লবিক কর্মপন্থা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং তার জায়গায় এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা)। শুধু এই নীতিগুলির রূপায়ণ নির্ভর করবে এক একটি দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর। কোনটা সঠিকভাবে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি তা নির্ধারণ করাটাই প্রাথমিক কর্তব্য যে কোনো বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় ও জটিল আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে মার্কসবাদের প্রয়োগিক সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই জটিল দেশে মার্কসবাদ প্রয়োগের দিশাও খুব সহজ নয়। বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে যে নির্বাচনী সাফল্য নজরে পড়ে তার পিছনে যে কারণগুলি বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা হলো : ঐ সব অঞ্চলে আর্থ সামাজিক অবস্থার সঙ্গে আঞ্চলিক সত্তার যে জটিল বিন্যাস তাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং তার প্রায়োগিক ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করা, আঞ্চলিক সত্তার মধ্যে যে শ্রেণি উপাদানগুলি লতায় পাতায় জড়িয়ে আছে তাকে সম্যকরূপে বোঝা ও রূপায়ণ করা। ত্রিপুরা, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কমিউনিস্টরা তাদের নির্বাচনী সাফল্য তেমন ধরে রাখতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত নিরবিচ্ছন্ন সাফল্য। কেরালায় ১৯৫৭ সালের পর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আসা এবং ত্রিপুরায় ১৯৭৮ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত বামপন্থীদের সাফল্য উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীনতার পূর্বে এই তিন রাজ্যের বাইরে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি দল ও আন্দোলনের মাধ্যমে সে দলের ভিত তৈরি করেছিলো অবিভক্ত পাঞ্জাবে, তেলেঙ্গানায় ও অন্ধ্রপ্রদেশের অন্য কিছু কিছু জায়গায়, মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু জায়গায় এবং মণিপুরে ও উত্তরপ্রদেশে। দলভাগ ও অন্যান্য কারণে এ সব জায়গায় পার্টির ভিত নষ্ট হয়ে যায়। মৌল যে সমস্যাটি থেকে কমিউনিস্টরা বেরিয়ে আসতে পারেনি তা হলো ভারতের প্রধান জাতীয়তাবাদী দল কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা ঠিক কী হবে। তারা কংগ্রেস-বিরোধী অবস্থান বরাবর নিয়েছে ও তারা দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই একটা পরিসর বের করে তার মধ্যেই বামপন্থীরা আন্দোলন চালিয়ে গেছে। আজকের প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি বি.জে.পি বহুকাল ধরে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে যায় তাহলে বামপন্থীরা আদৌ কোনো গণতান্ত্রিক পরিসর পাবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়। এখানেই বোধ হয় বামপন্থীদের তীব্র বিজেপি-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করা এক ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা। জাতীয় প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের অস্তিত্বের কার্যকারিতার সঙ্গে ভারতে বামেদের ভাগ্যও অনেকটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

প্রত্যাশিতভাবেই ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বে এন.ডি.এ সরকার লোকসভায় বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নতুন করে তীব্র মুসলমান-খ্রিষ্টান বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদও আজ গোটা দেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিজেপির রাজনৈতিক আঁতুরঘর আর.এস.এস বীর বিক্রমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রভাব এখন বেশ সক্রিয়। আবার হিন্দুত্ববাদের জিগির তুলে আর.এস.এস যেন একটা হিন্দু চার্চ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। নির্বাচনের আগে থেকেই প্রচারের ধাক্কায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ বেপথ ও বিপদগামী।

তাহলে দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে যে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জটি পুনরায় এসে হাজির হয়েছে সেটি সাম্প্রদায়িকতাবাদ। এক ভ্রান্ত হিন্দু জাতীয়তাবোধের জিগির তুলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে উগ্র জাতীয়তাবোধের অপপ্রচার চলছে। তার মাত্রাগুলিও মাঝে মাঝে যথেষ্ট হাসির উদ্রেক ঘটায়। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের শিব সেনা দল নির্ধারণ করে দিয়েছে মুখে একবার ‘ভারত মাতা কী জয়’ বললেই চলবে! এই বিভেদকামী ও সর্বনেশে রাজনীতি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে; যেন হিন্দুরা কোনোভাবে বিভক্ত নয়। কিন্তু সরকারি ক্ষমতায় থেকে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাতে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। নানাবিধ শোষণ নিপীড়নে পিষ্ট এবং নানাবিধ বৈষম্যের শিকার অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ঐ ‘আমরা-ওরার’ বিভাজনের ফাঁদে পড়ে যায়। বলাবাহুল্য, মানুষের জীবনের দারিদ্র্য পীড়ন রুখে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কত সরকারি প্রয়াস! সাধারণ মানুষের জীবনের দারিদ্র্য পীড়ন রুখে দেওয়ার সরকারি প্রয়াস। ভাবলে দুঃখ হয় আমাদের দশ বছর পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত মালেয়েশিয়ায় কোনো ‘মনরেগা’ নামক দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প চালু করতে হয়নি। আমাদের দেশে ‘গরিবি হটাও’ থেকে শুরু করে মনরেগা (২০০৫)-র মতো কত প্রকল্পের বাহার। পশ্চিমবঙ্গে তো নানা ‘শ্রী’র দাপাদাপি।

দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনের কিন্তু বিরাট হেরফের হয় না। অমর্ত্য সেনের সহযোগী গবেষক জাঁ দ্রেজের মতে আমাদের দেশে সমস্ত জনকল্যাণকামী প্রকল্পে যে বরাদ্দ তা দেশের সমগ্র জি.ডি.পি-র এক শতাংশেরও কম। অনেকে ভাবতে পারেন রাষ্ট্র বুঝি এখনো জনকল্যাণকামী। শুধু রাজনৈতিক দল নয়, অনেক গবেষকও এতে বিভ্রান্ত হন। তামিলনাড়ুতে শ্রীমতী জয়ললিতার এক পুলিশি শাসন চলছে, অথচ ঐ রাজ্যটিকে গবেষকরা ‘উদীয়মান জন কলাণকামী’দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে পুলিশি শাসনব্যবস্থা বলা যেত, কিন্তু পুলিশের নিদারুণ অবস্থা দেখে তা আর বলতে ইচ্ছা করে না। কার বা কাদের শাসন তা উহ্য রইল।

বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল ও আন্দোলনের সামনে ঐ সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমস্যা একটি জলন্ত সমস্যা হিসেবে হাজির হয়েছে। কার্ল মার্কস তাঁর জীবন-সায়াহ্নে একাধিক চিঠিপত্রে বলেছেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বুর্জোয়া বিপ্লবের পরেও যে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা হয়েছে তা এক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই, যাতে ঐ সব দেশে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের সামনে একটা বাড়তি বাধা সৃষ্টি হয় এবং শ্রেণি সংগ্রামের শক্তি ক্ষয় হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি ভ্রান্ত মতাদর্শ। কিন্তু বেশ শক্তিশালী। শহর ও গ্রামে শ্রমজীবী মানুষকে তার ধর্মীয় সত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে তার শ্রমজীবীসত্তাকে চেপে দেওয়া এই ভ্রান্ত মতাদর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার রূপ প্রকাশ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের, প্রধানত সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের, প্রাণনাশ হয়। বামপন্থী আন্দোলনের সামনে তখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় শ্রমজীবী মানুষের প্রাণ আগে বাঁচানো। পাশ্চাত্যে গণতান্ত্রিক দেশে জীবনের অধিকার শুধু খাতায় কলমে নয়, বাস্তবেও তা রক্ষিত হয়। তাই সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ ভারতের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে সনাক্ত একটি ইস্যু যাকে মোকাবিলা করার কাজটা আজ বামপন্থীদেরই একান্ত আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশের অন্য দলগুলি ঐ সমস্যার মোকাবিলা করতে চাইবে না।

এখন প্রশ্ন হলো যে দেশে হাজার হাজার বছর ধরে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যে দেশেকে বলা হয় সহিষ্ণুতার দেশ, যে দেশে মহামতি অশোক ও আকবর শাসন করে গেছেন, সে দেশে কেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার শ্লোগান দিতে হয়? শত শত বছরের ইতিহাস অনুসন্ধান করে গ্রাম ভারতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের দাঙ্গার রেকর্ড পাওয়া যাবে না। ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করে যান। এই বিভাজনের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের আঞ্চলিক স্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন (খুব সীমিতাকারে) ব্যবস্থার সূচনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এর ফলে, একসময়ে যারা বাংলা সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সেই বাঙালি ভদ্রলোক গোষ্ঠীর উত্তরসূরীরা কালের পরিহাসে এক নগ্ন সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করে দেশ ভাগ সমর্থন করলেন এবং হিন্দু এলিটদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ দাবি করলেন এবং সফলও হলেন। আজকের পশ্চিমবঙ্গ সেই অবাঞ্ছিত অতিসক্রিয় এবং করুণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সাক্ষী। এর জন্য সাধারণ মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না, তারা তো ঐ নগ্ন সাম্প্রদায়িকতারও শিকার হয়েছিলেন। যে কোনো সম্প্রদায়ের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সাম্প্রদায়িক ছিলো না এবং এখনো নেই। তাদের জীবনধারার সঙ্গে যাঁদের অল্প বিস্তর পরিচিতি আছে তাঁরা জানবেন, দৈনন্দিন জীবন-ধারার তাগিদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত হয়; তাই এরা পারস্পরিক সহমর্মীও বটে। এরা তাদের একান্ত ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে যে সামাজিক আর্থনীতিক এবং বৃহত্তর পরিসর তার মধ্যে জীবনের সুখ-দুঃখ এবং যৌথ প্রয়াসে প্রয়াসী। সে পরিসরে সম্প্রদায় আছে, আছে তাদের সাম্প্রদায়গত সত্তা, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদ নেই। এ বস্তুটি বাইরে থেকে আমদানি করা এবং সেই আমদানি ব্যবস্থার ব্যবসায়ী হচ্ছে একগুচ্ছ ঠকবাজ রাজনৈতিক নেতা ও তাদের চামচারা। পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিককালে অনেক উদাহরণ আছে। সিদ্দিকুল্লাহ নামটির সঙ্গে আজ সবাই পরিচিত। যারা ধর্মীয় পরিসরে প্রবেশ করে ধর্মীয় পোশাক পরে সেই ধর্মের একজন হওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরাও ঐ একই গোত্রের। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দু মুসলমান মিশ্র গ্রামের এক দরিদ্র মুসলমানকে প্রশ্ন করেছিলাম ‘ভোটে কী হবে?’ তার উত্তর ছিলো, ‘বামসরকার মুসলমানদের জমি কেড়ে নিচ্ছে’। আমার প্রশ্ন : ‘আপনার জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে? উত্তর ‘না’। কিন্তু সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের রেকর্ড তো শুনেছি। উপরোক্ত প্রশ্ন-উত্তরে কীভাবে দরিদ্র কৃষকের

—এরপর তিনের পাতায়

মুঝে উল্লু বানা বং

কাল হার্মাদ

লোকসভার বরিষ্ঠ সদস্য অধ্যাপক সৌগত রায়, সাংসদ সুলতান আহমেদ (নিজেকে তিনি বাংলার সংখ্যালঘু মুখ বলেই প্রচার করেন। দুবাই-এ বিভিন্ন ব্যবসার মালিক বা শাহেনসা।) দুধসাদা চেহারার শুভেন্দু অধিকারী, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন ব্যানার্জী ও অপরূপা পোদ্দার-কে লোকসভার এথিক্স কমিটি নারদ স্টিং কাণ্ড নিয়ে কারণ দর্শাতে বলেছে। স্টিং কাণ্ড নিয়ে প্রথম তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছিলেন এটা চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত। মহাসচিব বলেছিলেন, 'যেটা মিথ্যা বলে জানি তা নিয়ে তদন্ত কেন হবে?' পুনরায় পাদপ্রদীপে আসা শ্রী মুকুল রঞ্জন মানহানি মামলা করার কথা বলেছিলেন। পরে সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা পেছানোর দাবিতে বলেন 'এটা ঘুষ নয় অনুদান।'

মানুষ বলছেন—অনুদানের রসিদ কোথায়?

৩ দফা ভোটের পর দিদি বলছেন ঘরের ছেলেদের দুষ্টুমি।

□

এবারের নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যে আরও একটি ইতিহাস তৈরি হলো। এই প্রথম রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার দাবিতে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের কাছে দরবার করলেন রাজ্যের সিভিল সোসাইটি। প্রবীণ কবি শঙ্খ ঘোষ, অভিনেতা কৌশিক সেন, চন্দন সেন, প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, মীরাতুন নাহার, শিল্পী সমীর আইচ, অধ্যাপক চঞ্চল চক্রবর্তী, সুজাত ভদ্র প্রমুখ সেভ ডেমোক্রেসির সদস্যরা। বিশেষ কারণে চলচ্চিত্র অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন থাকতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা এই গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই-এ মানুষের সাথে আছেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁরা দাবি তুলেছিলেন অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যে মানুষের ভোট দেবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

□

এবার মুখ পুড়িয়েছেন তৃণমূলের মহাসচিব এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রী হবার পর তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে থিসিস-এর বিনিময়ে ডক্টরেট পেয়েছেন সেটির ৫৭ শতাংশ অন্যের কাছ থেকে টোকা। ডক্টরেট পাবার পরই তাঁর গাইড ভদ্রলোককে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিয়েছেন আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ ও তাঁর কন্যা। কারণ হুবহু লাইনের পর লাইন টুকলি। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মিথ্যা তথ্য অবশ্য তৃণমূলের মজ্জাগত। তাদের নেত্রী নিজেকে ডক্টরেট বলতেন। আমেরিকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করেছিলেন, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। জানাজানি হবার পর থেকে তিনি নিজে বা তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা আর ডঃ শব্দটি উচ্চারণ করেন না। যেমন সারদা কাণ্ডের পর তাঁর কাটআউটে আর 'সততার প্রতীক' লেখা থাকছে না। ১৯ মে-র পর তাঁকে হয়তো 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী' এই সম্বোধনেই তুষ্ট থাকতে হবে।

□

যখন সারা রাজ্য নারদ আর স্টিং কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় তখন মানুষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে রাজনাথ সিংকে দিয়ে মোদির ছবিতে প্রকাশ কারাতের মুখ বসিয়ে লাড্ডু খাওয়াতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন ধেড়ে ইনটেলেকচুয়াল ডেরেক ওব্রায়েন। একজন কৃতী কুইজ মাস্টারের এত কাঁচা কাজ? দিদির জাল ডিগ্রির মতোই। সাইবার ক্রাইমে মামলা হওয়ায় দল এবার তার দায় ওব্রায়েনের উপর ছেড়ে দিয়ে বাঁচতে চাইছে। হায় ব্রুটাস তুমিও?

বুথ রক্ষা করে শহিদ হলেন সেখ ফজল হক ও দুখীরাম ডাল

—প্রথম পাতার পর

যাননি। প্রায় দু'ঘন্টা সময় লাগলো দু'শ মিটার পড়ে থাকা দুই আহতের কাছে পৌঁছাতে। ইতিমধ্যে তাঁদের শরীরে অত্যাধিক রক্তপাত হয়। বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে দুষ্কৃতীদের নাম বলে যান তাঁরা। পরে দু-জনের মৃত্যু হয়।

২২ এপ্রিল খণ্ডঘোষ থানায় তৃণমূলের ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই খুনের ঘটনার সাথে শাসক দল ও পুলিশের প্রত্যক্ষ যোগসাজশের প্রমাণ গ্রামবাসীদের হাতে থাকলেও শাসকদলের পক্ষ নিয়ে লোধনার আরও ৩ জন নিরীহ গ্রামবাসীকেই আটক করে পুলিশ।

এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক ও জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। তিনি বলেছেন অবিলম্বে খুনিদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে। গ্রামের দুই শহিদ সহ এলাকার মানুষ যেভাবে লড়াই করে বুথ রক্ষা করেছেন সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। এই দুই শহিদের মৃত্যুর খবর পৌঁছানোর পর গোটা জেলার মানুষ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

সকালে দুই শহিদকে নিয়ে আসা হয় সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা দপ্তরে। সেখানে মরদেহের উপর লাল পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সি পি আই(এম) নেতা অমল হালদার ও অচিন্ত্য মল্লিক। শহিদের মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আভাস রায়চৌধুরী, রেজ্জাক মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী, উদয় সরকার, আইনুল হক, বামাচরণ ব্যানার্জী, দেশবন্ধু হজরা, গণেশ চৌধুরী, মেহবুব আলম, মহফুজ রহমান, কালিশঙ্কর পাল, মির্জা আক্তার আলি, খণ্ডঘোষ বিধানসভার সি পি আই(এম) প্রার্থী অসীমা রায়, অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ। মালা দেন দুই শহিদের পুত্রও। সেখানেই অমল হালদার বলেন, এই দুই শহিদ বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন। তাঁরা মৃত্যুর আগে বলে গেছেন খুনিদের নাম। এই দুটি পরিবার খুবই গরিব। এদের পাশে থেকে পরিবার দুটিকে রক্ষা করতে হবে আমাদের। তিনি ভোটগণনা পর্যন্ত সি পি আই(এম) কর্মীদের সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। এরপরই মরদেহ নিয়ে শকটবাহী গাড়ি খণ্ডঘোষের লোধনা গ্রামের দিকে যাত্রা করে। পথে বহু জায়গাতেই মানুষ দলে দলে গাড়ি থামিয়ে ফুল দিয়ে এই দুই লড়াকু শহিদকে শ্রদ্ধা জানান। দেহ নিয়ে যাওয়া হয় সি পি আই(এম) খণ্ডঘোষ উত্তর লোকাল কমিটির তাঁতিপাড়া অফিসে। সেখানে সি পি আই(এম) নেতা আসগর আলি মণ্ডল, সেখ জিয়াউল, অর্পণ ঘোষ সহ একাধিক মানুষ মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অসংখ্য মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়েন। লোধনা গ্রামের মরদেহের সঙ্গে যায় সি পি আই(এম) নেতা আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, উদয় সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গ্রামের মানুষ খুনিদের পাশাপাশি পুলিশের কঠোর নিন্দা করে অপরাধীদের শাস্তির দাবি করেন। স্বজনরা মরদেহের উপর কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ঝুপড়িবাসী মহিলার খুনের অভিযোগ মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৩ এপ্রিল : মেমারির পালসিট স্টেশনের কাছে একটি ঝুপড়ি ঘর থেকে ২২ এপ্রিল রাত ৯টা নাগাদ গলায় ফাঁস দেওয়া ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সাবিত্রী কর্মকার(৫০) নামে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। ঝুপড়ি ঘরে সাবিত্রী দেবী একাই থাকতেন। এলাকার মানুষ ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সাবিত্রী দেবী ঐ ঝুপরি ঘরেতেই মদ বিক্রি করতেন। এলাকার একজন ব্যক্তি মদ কিনতে গিয়ে দেখেন সবিত্রী দেবীর দেহ। ঐ ব্যক্তি এলাকায় জানান, পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। সাবিত্রীদেবীর বড় ছেলে রাজু কর্মকার লিখিত অভিযোগে জানায় তার মাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ২৩ এপ্রিল সকালে পালসিটের ঐ এলাকা থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে ধরে নিয়ে এসে মেমারি থানায় আটক করে রেখেছে। বর্ধমান থেকে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক তদন্ত করে গেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা দেখা যায়।

ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু ভারতবাসীকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হতে বলা কেন?

—দুয়ের পাতার পর

জমির প্রশ্ন এক সাম্প্রদায়িক মাত্রা লাভ করে বোঝা যায়। ঐ কৃষককে যখন আমি মনে করিয়ে দিলাম যে ১৯৭৮ সালে ভূমি সংস্কারের রূপায়ণের মধ্যে তার বাবা ঐ জমি পান, তখন তিনি এড়িয়ে গেলেন। ১৯২১ সালে মালাবার প্রদেশে যে মপ্লা বিদ্রোহ ঘটে তা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মাত্রা পেয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকতে বলার বাস্তব ভূমি রয়েছে। যদিও এটা বামপন্থী আন্দোলনের সামনে বাড়তি বোঝা।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা? প্রথমেই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া যাক। এক, ইংরেজিতে 'সেকুলারিজম' শব্দটির সঠিক প্রতিশব্দ 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' নয়। এই ইংরেজি শব্দটির আদৌ কোনো সঠিক প্রতিশব্দ হয় কিনা তা বিচার্য বিষয়। ইউরোপীয় দেশে, যেখানে 'সেকুলার' শব্দটির উৎসস্থল সেখানে ঐ ধারণাটির আবির্ভাবের সঙ্গে এক জটিল সামাজিক ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যুক্ত ছিলো, যার ফলে সেখানে সমাজ ঐ শব্দটি ব্যঞ্জনা সহজেই বোঝে। দুই, আমাদের দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ১৯৭৬ সালে এক দুঃসময়ে ঐ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া সংবিধানের কোথাও (২৫ ধারার উপধারা(১) ব্যতিরেকে) ঐ শব্দটি স্থান পায়নি। ২৫ নং ধারায় যে উল্লেখ আছে তার তাৎপর্য সুবিশাল নয়। সেখানে বলা হয়েছে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত কার্যাবলীকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যদি সেই কার্যাবলী আর্থিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য সেকুলার প্রকৃতির হয়। এই বিষয়টি এখানে উল্লেখ করার কারণ, ইংরেজিতে যাকে'সেকুলার' বলা হয় তার সার্বিক তাৎপর্য সংবিধানে স্থান পায় নি। যদিও সাংবিধানিক ব্যাখ্যা এবং বিশেষভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে এই ধারণা তথা আদর্শটি এদেশের শাসন তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জায়গা করে নিয়েছে। যে কথাটা এখানে বলতে চাই তা হলো 'সেকুলারিজম' এ দেশের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার একটি ধারণা ও আদর্শ যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকবে। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না বা কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করবে না। প্রশ্ন হলো, নাগরিক জীবনের কোন ক্ষেত্রটি পুরোপুরি রাষ্ট্রমুক্ত? সংবিধানের মধ্যে নাগরিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। এবং সেখানেই যত গন্ডগোলের উৎস।

ভারতের ২০১১ সালে আদমসুমারিতে দেখা গেছে যে সব মানুষ নিজেদেরকে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন তাঁদের সংখ্যা শতকরা ৭৯.৮ ভাগ; মুসলমান শতকরা ১৪.২ ভাগ, খ্রিস্টান, শতকরা ২.৮ ভাগ, শিখ ১.৭ ভাগ বৌদ্ধ ও জৈন যথাক্রমে শতকরা ০.৭ ও ০.৪ ভাগ। যাঁরা কোনো ধর্ম উল্লেখ করেন নি তাঁদের সংখ্যা মাত্র ০.২ ভাগ। তুলনামূলকভাবে আমেরিকায় এ শেষোক্ত সংখ্যাটি শতকরা ৬ ভাগ। যারা নিজেদের কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সনাক্ত করেন তার মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মীয় সত্তার খানিকটা পরিচয় মেলে, যদিও এর অর্থ এই নয় যে, তারা সর্বক্ষণ ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এটাও ঠিক যে হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের পদবি থেকে অনেকটা বোঝা যায় যে তারা হিন্দু বা মুসলমান। ভট্টাচার্য ও চক্রবর্তী নামধারী কেউ নিজেকে জনগণনায় মুসলমান বা ওবিসি বললে তা গ্রাহ্য হবে না। এর ঠিক পাশাপাশি যাঁরা কোনো ধর্মের উল্লেখ করেননি তাঁদের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম (মাত্র ০.২শতাংশ)। মূল কথা যেটা এখানে বলতে চাইছি সেটা হলো, ঐ সব ধর্মপ্রাণ, ধর্মভীরু এবং ধার্মিক মানুষকে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে বলার বিড়ম্বনা। যারা কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাসী (কোনো না কোনো স্তরে) তাদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে কীভাবে বলা যায়? ধর্মপ্রাণ, ধর্মভীরু বা ধার্মিক মানুষ সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস নাও করতে পারেন। তিনি বা তাঁরা অন্যধর্মের মানুষকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা নাও করতে পারেন। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মাচরণে অভ্যস্ত যিনি তিনি কীভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হবেন? মনে রাখতে হবে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এখানে ইংরাজি শব্দ 'সেকুলারিজমের' বাংলা প্রতিশব্দ নয়। ভারতীয় সমাজে পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি বাস্তব সত্য। কৃষিকার্য থেকে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায় বোধ ছাপিয়ে সেই গ্রামের আনন্দদায়ক এক কার্য হিসেবে উঠে আসে এক সাত্যিকারের সামাজিক সত্তা। দৈনন্দিন গ্রামীণ সমাজের বয়ানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া। সে সমাজের বয়ানে স্থান নেই ধর্মনিরপেক্ষতার। এ সমাজে সেকুলারিজম বেসুরো। উল্লেখ করেছি, 'সেকুলারিজম' ইউরোপীয় ইতিহাসের বিবর্তনের ফলশ্রুতি। এখানে সে ইতিহাসটির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব, আকাঙ্ক্ষিত নয়। ভারতে সেকুলারিজম রাষ্ট্রীয় বয়ানের অর্ন্তভুক্ত যদিও সে বয়ানটির সাংবিধানিক স্বচ্ছতা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন।

সবেশেষে উল্লেখ্য, ভারতের বাম তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ভাষা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করুন', বলা গেলেও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠুন বা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আন্দোলনে সামিল হোন—এ জাতীয় শ্লোগান তেমন কার্যকরী নাও হতে পারে। যারা সরকারের নানা জায়গায় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যপালন করেন তাঁদের রাষ্ট্রিক কার্যকর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় কার্য যাতে মিশে না যায়, তার জন্য সজাগ থাকা জরুরি। সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপরীতে 'সেকুলারিজমকে' সামনে আনলে তা জনমানসে তেমন ইতিবাচক প্রভাব নাও ফেলতে পারে। বস্তুত এর ফলে জনমানসে নেতিবাচক প্রভাবও পড়তে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারণাটি অনেক বেশি সদর্থক।

লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। মতামত তাঁর নিজস্ব।

তৃণমূলি আক্রমণে আহত জোট তৈরির কারিগর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ এপ্রিল : সশস্ত্র বাইক বাহিনীর আক্রমণে আজ সাতসকালে আহত হল এক বাম কর্মী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত গোপাল বৈদ্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর বাড়ি কালনার আলাগড় গ্রামে। থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ হলেও এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গোপাল বৈদ্য আজ সকালে গ্রামেরই একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তৃণমূলের একটি বাইকবাহিনী এসে তার উপর ঝটিকা আক্রমণ চালায়। অভিযোগ এই বাহিনীর কয়েকজন বোমা-পিস্তল প্রদর্শন করে অন্যান্য গ্রামবাসীকে চুপ করিয়ে রাখে। কাউকে প্রতিবাদ করার সুযোগ দেয়নি। অন্যদিকে অন্য কয়েকজন গোপাল বৈদ্যকে মাটিতে ফেলে বাঁশ লাঠি রড দিয়ে পেটাতে থাকে। পেটানোর পর বাইক বাহিনী দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা আহত গোপাল বৈদ্যকে উদ্ধার করে প্রথমে চাগ্রাম এবং পরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সি পি আই(এম)-এর কালনা জোনাল সম্পাদক সুকুল শিকদার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাস কবলিত আলাগড় ও শ্রীরামপুরে বুথে মানুষের জোট তৈরি করে সবাই নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন। আর এই জোট তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন গোপাল বৈদ্য। তাই তৃণমূলিদের এতো রাগ। তাই এই আক্রমণ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ল্যাং হর্ন ক্লিমেন্স, জন্ম ৩০-১১-১৮৩৫, মৃত্যু ২১-০৪-১৯১০, হ্যালির ধূমকেতু; ২। হিন্দু ল কমিটি, ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল; ৩। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল; ৪। ২৩ এপ্রিল, উইলিয়াম শেকস্‌পীয়র, স্পেনের সাহিত্যিক কারভেন্টাস, কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, হ্যাল্ডর কিলজান লাক্সনেস, সত্যজিৎ রায়; ৫। ১৭৯২ সালের ২৫ এপ্রিল; ৬। ১৮৫৯ সালের ২৫ এপ্রিল, ১৬-১১-১৮৬৯; ৭। ১৯৮২ সালের ২৫ এপ্রিল, সদগতি এবং শতরঞ্জ কি খিলাড়ী; ৮। ২৫ এপ্রিল, ২০১০ সাল থেকে; ৯। ২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিল, ২৫০০-এর বেশি মানুষ; ১০। টাঙ্গালিয়া এবং জাঞ্জিবার একত্রে, ১৯৬৪ সালের ২৬ এপ্রিল; ১১। ১৯৯১ সালের ২৬ এপ্রিল; ১২। ১৯৭৫ সালের ২৬ এপ্রিল।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

মধ্যরাতে ৫০টি ঝুপড়ি পুড়ে খাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ এপ্রিল : ২৩ এপ্রিল গভীর রাতে বর্ধমান শহরের দুবরাজের কাছে চারখাম্বা বস্তিতে আগুন লাগে। এই আগুনে প্রায় ৫০টি বাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। কোনো প্রাণহানি না হলেও নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসপত্রই বাঁচানো যায় নি, দাবি বাসিন্দাদের। আগুন ধরার খবর পেয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে বর্ধমানের দমকল থেকে ৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। পরে ভাতার ও পানাগড় দমকল থেকে ১টি করে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। ৬টি ইঞ্জিনের প্রায় দু'ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে দমকলসূত্রে জানানো হয়েছে। বর্ধমান থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এই আগুন রাজনৈতিক কারণে নাশকতা কিনা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে এলাকাবাসীদের অভিযোগ এই অপকর্ম তৃণমূলি দুষ্কৃতীদেরই।

ভয়কে জয় করে ভোটলুট রুখে দিলেন কৃষি অঞ্চলের মানুষ

—প্রথম পাতার পর

ভোট লুটের চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ এদিন খুব ভোর থেকেই বুথে বুথে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। সকালেই সি পি আই(এম)-এর এজেন্টকে মারধোর করে বুথ থেকে বার করে দেয় তৃণমূল। বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার সি পি আই(এম) প্রার্থী আইনুল হক বুথে গিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে কথা বলে পুনরায় এজেন্টকে বসার ব্যবস্থা করেন। এক মহিলা ভোটার পাপিয়া বিশ্বাসকে শারীরিক নিগ্রহ ও আক্রমণের ফলে পড়ে গিয়ে হাঁটু ছিড়ে যায়, বাড়ি থেকে বোরোনোর পরই আর এক ভোটার অসিত বরণ ভৌমিককে রাস্তায় ফেলে মারধর করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সংবাদ মাধ্যম খবর পাওয়া মাত্র সেখানে গেলে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এছাড়াও সদরঘাটে পূর্তভবন, গোলাহাট, শাঁখারি পুকুর এলাকার পোলিং এজেন্টদের মারধোর করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। সেইসব আক্রান্ত এজেন্টরা বুথে বসে দায়িত্ব পালন করেন। বুথ দখল করতে বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকে গাড়ি করে দুষ্কৃতীদের জড়ো করে শাসক দল। ভোট লুট করতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয়ে রাতে সি পি আই(এম) কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায়।

পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে দিনভর শাসকদলের ভোট লুটের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভোট দিয়েছেন মানুষ। মেমারি বিধানসভার রসুলপুর এলাকার বেলসরা গ্রামে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা ভোটারদের ভোট দিতে বাঁধা দিচ্ছিলো। মেমারি

ছবি : আব্দুস সবুর

বিধানসভার প্রার্থী দেবাশিস ঘোষের এজেন্ট ও সি পি আই(এম) নেতা অভিজিৎ কোঙারের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি ঘটনাস্থলে গেলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হামলায় তিনি আহত হন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় সি পি আই(এম) কর্মীরা আহত হয়েছেন। যেমন হলেন মঙ্গলকোটের সায়মা গ্রামের মিরাজ সেখ, ঠ্যাঙাপাড়ার অমিয় মোল্লা, কুলসোনা গ্রামের নবকুমার থাণ্ডার। এদের বর্ধমান হাসপাতালে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলকোটের পাড়ু গ্রামে হিমাদ্রি নন্দী আহত হয়েছেন। কেতুগ্রাম-১ ব্লকের মুরগ্রামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীবাহিনী। আহত হন পাঁচ সি পি আই(এম) কর্মী। আহতদের চিকিৎসা চলছে কাটোয়া হাসপাতালে। ভোট দেবার অপরাধে কেতুগ্রাম-শিরগ্রামে ৭ বছরের একটি শিশুকে পর্যন্ত মারধর করে তৃণমূল।

পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা এলাকাতে তৃণমূলের প্রার্থী ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে কেন্দ্রীয় বাহিনী আপত্তি করে। এসময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মীদের হুমকি দেয় তৃণমূলের প্রার্থী তপন চ্যাটার্জী। বুথ পাহাড়ারত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সে সময় তাকে বুথ থেকে বার করে দেয়। পূর্বস্থলীর সিঙ্গারী গ্রামের ৫১ নং বুথে তৃণমূলের দুষ্কৃতী রাজু শেখ ভোটারদের রিভলবার নিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করলে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী। অভিযোগ তিনি নিজে এখানকার

রায়নার একটি ভোটদান কেন্দ্রের ছবিটি তুলেছেন পার্থ প্রতীম কোঙার

সুলতানপুর ও দেবপুর গ্রামের একাধিক বুথ দুষ্কৃতীদের নিয়ে দখল করার চেষ্টা করেন। রায়না কেন্দ্রে শাসক দল রায়না দক্ষিণ পাড়ায় বোমা ফাটিয়ে বুথ দখল নেবার চেষ্টা করলে মানুষ তাড়া করে ধরে ফেলে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও বেলসর জ্যোৎসাদি, হিজলনা, মাছখাণ্ডা গ্রামে শাসকদলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে মানুষ ভোট দেন। খণ্ডঘোষেও সন্ত্রাস করে মানুষের ভোট লুট করতে পারে নি তৃণমূল। এখানকার সুলতানপুর গ্রামে ও গরিব মানুষের কাছ থেকে তাদের ভোটার স্লিপ ও ভোটারকার্ড ছিনিয়ে নেয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। তবুও মানুষ সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই ভোট দিয়েছেন। বর্ধমান উত্তর, ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রে শাসকদল ভোট লুটে ব্যর্থ হয়েছে। আউশগ্রাম, জামালপুর, গলসি, বিধানসভা কেন্দ্রেও শাসকদলের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করেই মানুষ ভোট দিয়েছেন বুথে বুথে। গলসিতে আক্রান্ত হন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত। প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হকের বাড়ি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হন সি পি আই(এম) নেতা কমল সরকার।

সন্ত্রাস, ভয়কে উপেক্ষা করে বেরিয়ে এসে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। তিনি বলেছেন প্রশাসন যদি আরো আগে ভোট লুটেরাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতো তা হলে যেটুকু ভোট লুট ও হাঙ্গামা করেছে তৃণমূল, তা বন্ধ করা যেত। তিনি বলেছেন ভোট লুটে ব্যর্থ হয়ে ভোট শেষের পর সি পি আই(এম) কর্মীদের আক্রমণ করা হচ্ছে। প্রশাসনকে কড়া হাতে আক্রমণ মোকাবিলা করতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন তিনি।

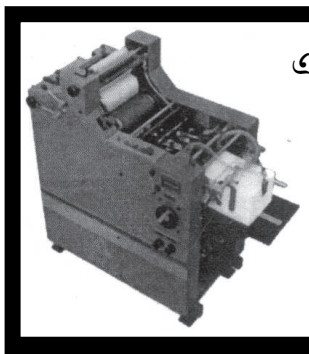

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

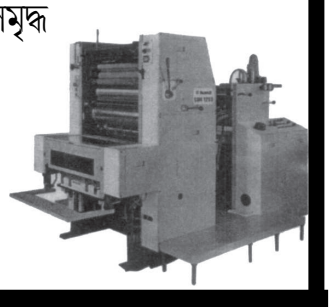

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা